রাউজানে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ৪ জন

সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে। এতে চারজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে বুধবার (৫ নভেম্বর) রাত পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার ১৪ নম্বর বাগোয়ান ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোয়েপাড়া গ্রামের চৌধুরী পাড়ায়।

গুলিবিদ্ধরা হলেন— সুমন, ইসমাইল, খোরশেদ ও রুবেল। তারা সবাই একই ইউনিয়নের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ইউনিয়ন বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ ও আধিপত্য নিয়ে উত্তেজনা চলছিল। বুধবার রাতে সেই বিরোধের জেরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, একপর্যায়ে গুলি চালানো হয়। এতে চারজন গুলিবিদ্ধ হন এবং এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রাউজান থানার এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। গুলির উৎস ও কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে। তিনি বলেন, “আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এদিকে এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার হামজারবাগ চাইল্যাতলী খন্দকারপাড়া এলাকায় বিএনপির চট্টগ্রাম-৮ আসনের মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর গণসংযোগে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। সেখানে ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ হিসেবে পরিচিত সরোয়ার হোসেন ওরফে বাবলা (৪৩) নিহত হন। এ ঘটনায় এরশাদ উল্লাহসহ আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হন।

স্থানীয়দের মতে, বাবলার সঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জেরেই তার প্রতিপক্ষ এ হামলা চালিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এরশাদ উল্লাহ এ ঘটনার অনিচ্ছাকৃত শিকার হতে পারেন। পুলিশ জানায়, সরোয়ার হোসেন বাবলার নামে বিভিন্ন থানায় অন্তত ১৯টি মামলা রয়েছে এবং অতীতে তার ওপর একাধিকবার প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনাও ঘটেছে। তবে বিএনপি জানিয়েছে, নিহত ব্যক্তি তাদের দলের কোনো সদস্য নন।

একই দিনে রাউজান ও বায়েজিদে সংঘর্ষ ও গুলির এই ধারাবাহিক ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ বলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং দুই ঘটনারই তদন্ত চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।